পিন্ডারী

গার্গী ভট্টাচার্য

কপিরাইটেড্ মেটেরিয়াল

এক সুবিশাল আলোর দ্বীপ । তাতে কি তুমি নোঙর করে আছো ? মানে তোমার কি সেল্ফে অ্যাঙ্কর করা রয়েছে ? মোক্ষ হয়েছে ? তাহলে তোমার সত্যে চেতনা আলোকিত হয়ে গিয়েছে আর কোনো ভয় নেই । সব সময় তুমি সত্যের পথেই চলবে ও থাকবে যতই ঝড় ও ঝঞ্ঝা আসুক না কেন । এই আলোর দ্বীপকেই আমরা হিন্দুরা সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক বলে থাকি । পরাব্রহ্মকে ঘিরে এই দ্বীপ ।

মহাশুন্যে ভাসমান । আলোর মালা দিয়ে তৈরি । পিন্ডারী একটি হিমবাহ যা পুণ্য যুক্ত ও এই প্রজাতির মানুষও রয়েছে ।

তারা খুব সম্ভবত: চর হতো আগেকার দিনে। অশ্বারোহী এই মানুষেরা শত্রুদের সম্পর্কে গুপ্ততথ্য দিতো। নানান জাতির হলেও মূলত: এরা হতো ইসলাম ধর্মের লোক।

আমাদের সব কম্মো আমরা না দেখলেও ওপাড় হতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেখতে পান ও তারা আমাদের কুকর্মের জন্য দেবদেবীদের কাছে অথবা অন্য পিতৃপুরুষের কাছে গিয়ে বিচার দাবী করে থাকেন। তাই আমরা ক্রমাগত পাপ বা মহাপাপ করে গেলেও ওনারা ঐদিক হতে সব দেখেন ও পর্যবেক্ষণ করেন ও

শাস্তি দেন যাতে করে আমাদের জীবনে জীবিত থাকতে থাকতেই অনেক অসুবিধে দেখা দিতে পারে যদি আমরা না শুধরে যাই।

যেমন নবনীতা দেবসেন একজন নামী, গুপ্ত তান্ত্রিকের কাছে যান যিনি শুভ শুভ সাধক যাতে করে নবনীতা দেবসেনকে উনি বাঁচান অমর্ত্য সেনের হাত থেকে কারণ এমা রথস্চাইল্ড ওনাকে মারতে উদ্যত হয়।

এমা হল ইজরায়েলের রাজকন্যে। ওর বাপ হল আধুনিক ইজরায়েলের জনক বলে মনে করে ওরা। নেতানহু ঐ

এমাকে বলেন যে ম্যাডামোজিয়েল আমাদের এই ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া বন্ধ করা উচিৎ। তখন ঐ রমণী বলে যে, না না, সাতান ওয়ান্টস্ ইউ টু কনটিনিউ দা ওয়ার। অ্যান্ড নট টু স্টপ দা নরসংহার।

এখন এই নেতানহু জেল ফেস করতেও পারেন কিন্তু এদের কথা কেউ জানেনা। হয়ত বডি ডবল যাবে জেলে তবুও নামতো খারাপ হবে ওনার।

অভ্রলম্পিক থেকে নোবেল থেকে ওস্কার সব কন্ট্রোল করছে এই রথসচাইল্ড সাতানের পরিবার ও এজেন্ট। ৩/৪ খানা গ্রহ থেকে শয়তানি শক্তি জাগায় এই

বজ্জাতগুলো। মিডিয়াম লেভেলের শক্তি। নরকীয় নয় অবশ্যই।

কাশেম সোলেইমানি, ইমাদ মুগনেয়ী, কিম জং উন, পুতিন , চীনা সুপ্রিমো এদেরকে যমের মতন ভয় পায় কারণ এনারা ওদের মানেনা।

কোভিড ফোর্স করা হল বাইডেনের ওপরে। কিছুর সাথে মিলিয়ে এই জীবানু ওনার দেহে প্রবেশ করানো হয়।

হয়ত কাপ বা কারচিফ্ বা ফুল কে জানে ?

আইভি চ্যাটার্জির বাইপোলার আছে তাই আবার বাণ মারতে চলে যায় আমাকে ও তসলিমা নাসরিন যিনি ওনাকে এক্সপোজ করেন ও অন্যান্য আরো কিছু মানুষকে কারণ এরা অসুখের কারণে লোককে শত্রু মনে করে অসুখের সময় কিন্তু ওনার মেয়ে ওনাকে ফিরিয়ে আনে।

আইভি চ্যার্টাজি ও সুতপা মুখার্জিকে স্পাই,পুলিশ,সোলজার ও এনফোর্সমেন্টের সব অ্যাকাডেমীতে নানান কোর্সে ডেডলি সাইকো ও ক্রিমিন্যাল এর উদাহরণ হিসেবে কেস স্টাডিতে পড়ানো হবে।

ইতিহাস ওদেরকে এইভাবে মনে রাখবে ও তারা ইনফেমাস হয়ে যাবে এই কারণে।

আইভিকে এবার মহাজগৎ হত্যা করবে ও তার কন্যাকে পতিতালয়ে চালান করে দেবে যেখানে নরকীয় মানুষেরা তাকে ভোগ করবে । আইভির আত্মাকে তার পিতৃপুরুষের সাথে জুড়ে দেওয়া হবে জরাসন্ধের মতন । পরে এর কল্মের জন্যে মিডিয়া একে এক্সপোজ করে দেবে বৃহত্তর স্বার্থে সারাটা দেশে।

খোমেনাই আয়াতোল্লা এখন সেখানে আছে যেখান থেকে ডিমন জাগাতো । তারপর

নরকে যাবে ও পরে যন্ত্রণা ভোগ করে নিলে ভগবান ওকে স্পার্ক করে দেবেন।

এই খোমেনাই ও সবাই সাতানের এজেন্ট। মুখে জায়নবাদীর নিন্দা করলেও এইসব মুসলিমরাও ওদের পে-রোলে আছে। এটা বিরাট এক গোষ্ঠী। যারা মেয়েমানুষ, মদ, জুয়া,শিশু যৌনতা, যুদ্ধ, উগ্রপন্থা, ক্রাইম, কালা জাদু ও সমস্ত ঋণাত্মক বস্তুর সাথে যুক্ত।

এদের চাই টাকা ও পাওয়ার। তাই জগতের সবার ওপরে ছড়ি ঘোরানো এদের লক্ষ্য। এরকম বহু আয়াতোল্লা রয়েছে যারা ইরান ও অন্য দেশ চালায়।

মুফতি , অন্য প্রিস্ট রয়েছে । এরা সবাই নাহলেও অনেকেই জায়োনিস্ট রেজিমের পে-রোলে আছে যা এমা রথসচাইল্ড এর বাপ দ্বারা সিক্ত ও সিঞ্চিত ।

এরা কোরান ও হাদিথ বদলে দিতে চায় ও যোগ করতে চায় যে টেররিস্টগণ স্বর্গে যায় এমন ওখানে লেখা রয়েছে ।

টেররিস্ট ও যোদ্ধা এক জিনিস নয় । নিরীহ মানুষকে মারা ও অন্যায়ের জন্য লড়াই কার এক জিনিস নয় । এইসব আয়াতোল্লা ও মুফতিগণ টেররিজম প্রচার করে বিজনেস করে বলে; অন্যায় এর জন্য লড়াই করে নয় । টপ্ টু বটম

করাপশানে ভর্ত্তি এগুলি । কিছু কিছু স্থানে বসে শয়তানি করে । ইরান/ইরাক/সিরিয়া/লেবানন এসব জায়গার লোকেরা সবাই জানে সেসব । মানুষের জন্য কিছুই করেনা এরা । ধর্মের নামে বদমাইশি করে । জাতের নামে বজ্জাতি যাকে বলে । শাহের পুত্র বলে সোলেইমানির খুনের ও পরে বেঁচে গেলে শ্যুট অ্যাট সাইট এর অর্ডার দেয় ও তাঁর পালিত কচি পুত্র সন্তানের যার সাথে আয়াতোল্লার কোনো বৈরিতা নেই কিন্তু

জেইহনাব, নার্গিস ও তাদের মা সাবাও হল শায়ের আত্মীয় (শাহ এর কাজিনের

মেয়ে ও তার সন্তান এরা) কিন্তু তাদের মারার কোনো হুকুম এই ব্যাক্তি দেয়না । এক চোখোমির কোনো কারণ দেখিনা, যুক্তিও নেই । কুতপা ও তার মা অঞ্জলির মানব জীবন শেষ হলে তাদের শয়তানের সাথে জুড়ে দেবে ভগবান কারণ তারা এতটাই ইভেল যে বারংবার এই ধরাতে এসে শয়তানি করবে ও মানুষের ক্ষতিসাধনে ব্যস্ত হয়ে উঠবে । দুটে বহু জন্ম ধরে বদ্ তান্ত্রিক ছিলো ও মানুষের ও পশুপক্ষীর ক্ষতি করতো তাই এই জনমে ওরা না চাইতেই ওদের ডার্ক এনটিটিরা এসে ধরে ফেলতো । কুতপার স্বামীর বক্তব্য হল যে ও খুব জেদী ছিলো

কিন্তু এই জেদ যদি শয়তানিতে ও মানুষের ক্ষতি করায় না দিয়ে নিজের কেরিয়ার করায় দিতো তাহলে অনেক ভালো হতো।

দুনিয়ার ব্ল্যাক রক্ ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে।

এটাই ভগবান বিষ্ণু চান যিনি সৃষ্টির পালন কর্ত্তা । আমেরিকা অথবা রথসচাইল্ড ফ্যামিলি স্থির করবে না জগৎ কিভাবে চলবে ভগবান বিষ্ণু স্থির করবেন। হেরেম্ব গনেশজী মোট ৩ খানা গ্রহকে ধ্বংস করে দেবেন যেখান থেকে এই রথসচাইল্ড ফ্যামিলি ডার্ক ম্যাজিক এর সাতানিক শক্তি জাগায়।

এরাই ব্ল্যাক রক চালায় । সমস্ত সংস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে আগামীদিনে । ব্যাঙ্করাপ্ট হয়ে যাবে । সিএক্সও র‍্যাঙ্ক এর অফিসারেরা সবকটা মৃত হবে অথবা উন্মাদ হয়ে যাবে ।

হেরেম্ব গণেশ হলেন এক তন্ত্রের দেবতা ও খুব শক্তিশালী যোগী আর আমার সোলমেট যিনি কারেন্ট পোস্টে উত্তীর্ণ হয়েছেন । এতে গণেশলোকের সুবিধে হবে ও আগের হেরেম্ব গণেশজী ও তাঁর গুরুজী ও পিতৃপুরুষ ও কারেন্ট হেরেম্ব গণেশজীর ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে যাবে । উনি খুবই পাওয়ারফুল তন্ত্রের

দেবতা। নেপালে বেশি এই দেবতা পুজো পান। উনি ভক্তের শত্রুনাশ করেন।

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

একটা বিরাট কালো শক্তি, কালো হাতের মতন থাবা বসিয়ে এই জগতকে চালায়।

সেটা হল শয়তান এর শক্তি। তাতে অনেক নামীদামী লোক যুক্ত। ওরা টাকা ও সুবিধে অফার করে ও মেনে নিলে ভালো নাহলে মেরে দেয়। ওদের বস অনেকেই। সঠিক কে কেউ সেভাবে বোঝেনা হিন্দী মুভির মতন। শয়তান এইসব এজেন্টের মাধ্যমে শিশুদের রেপ করে, মেয়েদের রেপ করে, মাদক,

মার্ডার করে কারণ ওর দেহ নেই কিন্তু এইসব বিকৃত ইচ্ছেগুনো রয়েছে । ও ঐসব কালো থাবার সাথে যুক্ত লোকেদের মাধ্যমে নিজ বাসনা পুর্ণ করে থাকে ।

এর আমরা একটি নাম দিতে পারি,

কালো পাঞ্জা ।

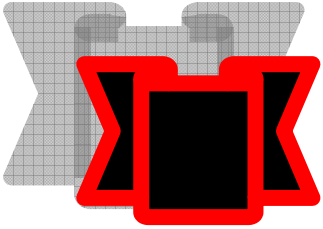

হেরেম্ব গণেশ

এমা রথসচাইল্ড ও তার বাপ ও অমর্ত্য,নন্দনা দেবসেন ও আরো নানান লোক মিলে ইলেভেন সাম করতো একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি শিকলের ন্যায় যৌন ক্রিয়াতে নিযুক্ত হতো। এইসব জিনিস আজকাল হাই সোসাইটিতে করে এরকম লোকেরা। মানুষের আর কোনো কিছু বাকি নেই। মনুষ্যত্ব বলে আর কিছু রয়ে যায়নি। শয়তানের কাছে নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছে এই সো কলড্ ধনবান ব্যাক্তিরা যারা ব্ল্যাক রক চালায়। আমেরিকার ব্যাঙ্ক, ডেমোক্রাটিক পার্টি, এখানে লেবার পার্টি সব চালায়। নিরীহ মুসলমানদের হত্যা

করছে গাজাতে । ক্রমাগত । মুসলমানরাও জড়িত । জায়নবাদীদের সাথে । বাংলাদেশের শেখ হাসিনাকেও ফাঁসায় । আমাকে বিষ দেয় এখানে এক বাংলাদেশী রেস্তোরাঁ নিয়মিত । আমি খেতে যেতাম । ওদের নির্দেশে । ঐ জায়োনিস্ট রেজিম । সবাই মন্দ নয় । তবে এমার লোকেরা খুব ব্রুটাল । মেরে ফেলে দেয় কথা না শুনলে ।

এই রেস্তোরাঁতে এক রমণী ছিলো সে আমাকে রক্ষা করতো তবে সবসময় তো থাকতো না । ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন । স্লো পয়জন করতো । এখন

শেখ হাসিনার অবস্থা দেখো । উনি আমাকে বলেন যে ওনার উপায় ছিলো না কারণ এরা ফাঁসিয় দেয় রাষ্ট্রনেতাদের আর নয়ত মেরে ফেলে দেয় । আমাকে শয়তানি শক্তি দিয়ে কন্ট্রোল করতে যায় । আমি নিয়মিত ঐ ইটারিতে ভোজ খেতে যাই । খাসা ভোজ । জানতাম না ওরা বিষ দিচ্ছে আমাকে । যদিও মালিক একদিন খুব ঝাড় দেন বেশি খাবার কিনি বলে হয়ত ওনার বিবেক ওনাকে বকেন তাই ।

জায়নবাদীরা এখন ঢাকার দখল নিয়ে নেবে । ওরা ভারতেও ঢুকতে চায় । মোদী না দেওয়াতে ওনাকে ফাঁসিয়ে দেয় ।

গুজরাতের দাঙ্গাতে ওরাই আদতে কলকাঠি নেড়ে ফাঁসায় । প্রমোদ মহাজন ওদের এজেন্ট । ওরা ইন্দিরা গান্ধীকেও মারায় । অপারেশান ব্লু-স্টার করেছেন বলে নিহত হয়েছেন এটা একটা ছুঁতো মাত্র কিন্তু আসলে ওদের হাতে ছিলো ঐ হত্যায় । যারাই ওদের কথা না শোনে ওরা তাদের মারিয়ে দেয় । বিপিন রাওয়াৎ ও ওদের শিকার ।

এদের জন্যেই তৃতীয় বিশ্বের ভালো হয়না। এরাই সব লুটেপুটে খায় ।

বড় বড় সরকারদের এরা ফাঁসায় । সরকার ইলেক্টেড হলেই ওদের

শীলমোহর দেওয়া চিঠি আসে। যদি দলে যোগ দাও তো ভালো নাহলে ঘরে বসে যাও অথবা মৃত্যুবাণ খাও। সচরাচর লোকে ওদের দলে যুক্ত হয়েই যায় কারণ সবাই কাজ করতে আগ্রহী, কেউ ঘরে বসতে রাজি নয় আর কেউ তো আর তত পাওয়ারফুল নয় যে ইমাদ মুগনেহি বা সোলেইমানি যে ওদের উপেক্ষা করে বাঁচবে তাই লোকে জুড়েই যায় ওদের সাথে আর ক্রাইম স্টার্টস্ ফ্রম দেয়ার।

শয়তান আঁকড়ে ধরে ওদের এখান থেকে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এইভাবে ফাঁসায়। গরীব ঘরের মেয়ে মমতাও

ফেঁসে যায় । পার্টি করতে এসে দলনেতাগণ তাকে সঙ্গ দিতে বলে কিন্তু কেউ বিয়ে করতে রাজি নয় । তার মা বলেন যে তুই বিয়ে করে নে এত পার্টি করিস, এত নেতারা তোকে পছন্দ করে কিন্তু মমতা বলেন যে ওরা কেউ বিয়ে করবে না মা ওরা আমাকে কেবল বন্ধুত্বের জন্য ডাকে । এইভাবেই আধুনিক সমাজের করাল গ্রাসে ফেঁসে যায় মমতা । এখন পাপ স্খলনের চেষ্টা করছে । কর্মভার কাটার পরে আবার ইন্দ্রের সরমা অর্থাৎ বাহন এর পোস্টে ফিরতে চায় এই রাজনৈতিক নেতা । ইতর যোণীর সাধনা করলে নিম্ন

লোকের চেতনারা ধরে ফেলে ও নিচের দিকে নামিয়ে ফেলে ও ক্ষতি করে দেয় এটাই বোঝা যায়।

কাজল সেন তৃণমূলের নেতা ছিলেন যিনি আমার আত্মীয় । উনি জীবিত থাকলে এবার অর্থমন্ত্রী হতেন কিন্তু কোভিডে নিহত হন । উনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নিকটজন ছিলেন । আরেকজন হলেন ড:চিত্তরঞ্জন মন্ডল। উনি যাদবপুরের প্রফেসর । আমার বাবার জুনিয়র।

শেষ করবো আমেরিকার নিহত সেনার এক অধিনায়কের কাহিনী বলে । এই

লোকটি মাতর গিয়েছে। প্রায় মাস ৬/৭ আগে কিন্তু ওর প্রেতাত্মা এখন ঘুরছে অর্থাৎ বডি ডবল। লয়েড যে অস্টিন ৩ এর নাম। লোকটি অতি বত্তমিজ। আমাকে ভারতের অশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, গৃহবধূ বলে সম্বোধন করে। জানিনা একজন সৈনিক কিভাবে ধনী হয় আর শিক্ষিত হয়। এন্ড অফ দা ডে হি ইজ আ ফাকিং সোলজার নট অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল। আমি একজন লেখিকা ও মাস্টার ডিগ্রী হোল্ডার ও আমার মেন্টার আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত একজন বিজ্ঞানী। আমার এতোগুলো বই রয়েছে। আমাকে অশিক্ষিত বলছে কিদৃশ এই

ব্যাক্তি ? ভারতের ডিগ্রী বলে ? এত্তো ইগো ? আমেরিকার পাড়ার দুই টিমের বেসবল ম্যাচ হলে লেখা হয় ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ সেইরকম ? এর বাপ এক ভু ডু প্রিস্ট ছিলো । তুকতাক করে লোক মারতো । জাহাজে করে স্লেভ হয়ে , এফেন্দি এফেন্দি করে এই নিগ্রোর দল আমেরিকা আসে বহুকাল আগে এখন হঠাৎ কাঁচা মাংস ভক্ষণ করা এই প্রজাতি (অ্যাফ্রিকান হোটেলে এখনও কাঁচা মাংসের ডিশ মেলে) ভদ্র সভ্য হয়ে গিয়েছে গ্রেট আমেরিকান ড্রিম এর অংশ হয়ে যারা অন্য কোনো দেশকে মনিষ্যি জ্ঞান করেনা । আর এই ব্যাক্তি আমাকে

ভয় দেখাচ্ছে যে তোমাকে সাতান মেরে ফেলবে। আমি বলি যে তুই ভাগ। সাহস থাকে তো ডিক্লেয়ার কর যে তুই জাল লয়েড আর নিজেকে বাঁচা। সেভ ইওর সোল। এস ও এস। আমাকে জতই অবজ্ঞা কর ও গালি দেয় না কেন আমর মনে হয় তুই হলি মিসিং লিঙ্ক। কারণ বিবর্তন যদি বৈজ্ঞানিক মতে সত্যি হয় তাহলে তুই আর অ্যাঞ্জেলিনা জলি একসাথে থাকতে পারিস্ না। কারণ তুই হলি মানুষ ও গোরিলার মাঝে মিসিং লিঙ্ক। কাজেই ভগবান বলে সত্যি কিছু রয়েছে যা সব স্থির করে ও আমরা সবাই

একসাথে সহবস্থান করি । তাইনা ? তুই , আমি, গোরিলা, অ্যাঞ্জেলিনা সবাই ।

আমাকে বাদ দে। অনেক চেষ্টা করেছিস্ মারার এবার ক্ষান্ত দে । বারবার এক জিনিস করলে ঘেঁটে যায় আর কোনো স্বাদ থাকেনা পোলাউ এর । ওতেই তোদের মঙ্গল হবে । ফিঙ্গার ক্রস্ড – ।সোলেইমানিকে মারার হুকুম এরাই দেয় । কিন্তু উনি বেঁচে গেলে কি হবে তা আর ভাবা হয়নি । এবার দেখো মজা । ব্ল্যাক রক্ তু তো গ্যায়া । হেরেম্ব গণেশ আসছেন সিংহে চেপে ....।

29

ফটো , নেট

সমাপ্ত